**পায়রা বন্দর ও নৌ ঘাঁটি উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

পায়রা বন্দর এলাকা, কলাপাড়া, পটুয়াখালী, মঙ্গলবার, ৫ অগ্রহায়ণ ১৪২০, ১৯ নভেম্বর ২০১৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী প্রধানগণ,

ডিপ্লোমেটিক কোরের সদস্যবৃন্দ,

বন্দর ব্যবহারকারীগণ,

ব্যবসায়ী নেতৃবন্দ,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

পায়রা বন্দরের উদ্বোধন ও বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর এভিয়েশান সুবিধা সম্বলিত আধুনিক স্বয়ংসম্পূর্ণ নৌঘাঁটি বাংলাদেশ নৌ জাহাজ শের-ই-বাংলা নামকরণ ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

দক্ষিণবঙ্গ তথা সারা দেশের জন্য আজ একটি আনন্দের দিন। পায়রা বন্দর দেশের ৩য় সমুদ্র বন্দর। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে এই প্রথমবারের মত নতুন একটি সমুদ্র বন্দরের যাত্রা শুরু হল।

আমি আশা করি, পায়রা বন্দর আমদানী, রপ্তানী ও পণ্য পরিবহনে নতুন এক দিগন্তের সূচনা করবে। এ বন্দরকে কেন্দ্র করে এ অঞ্চলে বিভিন্ন শিল্প কারখানা, এলএনজি টার্মিনাল, কোল (Coal) ইয়ার্ড, জাহাজ নির্মাণ শিল্পসহ বিভিন্ন স্থাপনা গড়ে উঠবে। এর ফলে এ অঞ্চলে যোগাযোগ, কর্মসংস্থান ও স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে। জনসাধারণের জীবন-মানের উন্নয়ন হবে।

সুধিমন্ডলী,

আমরা এবার সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর নৌবাহিনীর আধুনিকায়নের জন্য জাহাজ, বিমান ও সাবমেরিন সংযোজনের একটি সমন্বিত কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করি। এজন্য একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ঘাঁটি স্থাপন জরুরী হয়ে পড়ে। আজ দেশের দক্ষিণাঞ্চলে নৌবাহিনীর শের-ই-বাংলা ঘাঁটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের মাধ্যমে সে পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ নিল।

এ সমুদ্র বন্দরের নিরাপত্তা প্রদান, সমুদ্র সম্পদ রক্ষা এবং পরিবেশ দূষণ প্রতিহত করার কাজে নৌ বাহিনীর ঘাঁটি ‘শের-ই-বাংলা' তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। পাশাপাশি এ নৌঘাঁটি সুন্দরবন ও তৎসংলগ্ন এলাকায় জলদস্যুদের বিরুদ্ধে নিয়মিত নৌ অপারেশন্স পরিচালনা করতে পারবে। এরফলে সমগ্র দক্ষিণাঞ্চলে সমুদ্রের বিশাল সম্পদরাশি আহরণ করা সহজ ও নিরাপদ হবে। এ নৌঘাঁটি দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের মাঝামাঝি হওয়ায় এখান হতে নেভাল এভিয়েশন ও সাবমেরিন অপারেশন করা যাবে। আমরা ইতোমধ্যে বাংলাদেশ নৌ জাহাজ শের-ই-বাংলা স্থাপনের জন্য ২০০ একর জমির অনুমোদন প্রদান করেছি। নেভাল এভিয়েশন এবং সাবমেরিন পরিচালনার কার্যক্রমের ব্যাপকতা বিবেচনায় আরও ৩০০ একর জমির প্রয়োজন হবে যা অধিগ্রহণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সুধিবৃন্দ,

স্বাধীনতার পর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি আধুনিক নৌবাহিনী গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা সত্বেও তিনি বন্ধুপ্রতীম দেশ হতে ৪টি প্যাট্রোল ক্রাফট সংগ্রহ করেন। ১৯৭৪ সালের ১০ ডিসেম্বর একইসাথে তিনটি জাহাজ এবং তিনটি ঘাঁটি বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে কমিশন করেন। একই দিনে তিনি নৌবাহিনীকে নেভাল এনসাইন প্রদান করেন।

বঙ্গবন্ধু এতটাই দূরদর্শী ছিলেন যে, ১৯৮২ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক সমুদ্রসীমা বিষয়ক UNCLOS 1982 নীতিমালা প্রণয়নের অনেক পূর্বেই বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সালে ‘‘টেরিটোরিয়াল ওয়াটার্স এন্ড মেরিটাইম জোনস্ এ্যাক্ট-১৯৭৪'' প্রণয়ন করেছিলেন।

আমাদের সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি হিসেবে গত বছরের ১৪ মার্চ ITLOS এর ঐতিহাসিক রায়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও মায়ানমারের মধ্যে বহুপ্রতিক্ষিত সমুদ্রসীমানা নির্ধারিত হয়েছে।

এ যুগান্তকারী রায়ের ফলে বাংলাদেশ আনুমানিক ১ লাখ ১১ হাজার ৬৩১ বর্গকিলোমিটার সমুদ্র এলাকার উপর কর্তৃত্ব অর্জন করেছে। ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত একান্ত অর্থনৈতিক এলাকা এবং দাবীকৃত ৪৬০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বর্ধিত মহীসোপান এলাকায় সমুদ্র সম্পদ আহরণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

এ সুবিশাল সমুদ্র এলাকার সম্পদের সুরক্ষা এবং সার্বিক মেরিটাইম নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য আমরা স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে নৌবাহিনীর আধুনিকায়নে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি।

ফোর্সেস গোল ২০৩০ এর আওতায় নৌ বাহিনীর উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এরফলে ধাপে ধাপে নৌকমান্ড সম্প্রসারণ, পদবীসমূহের আপগ্রেডেশান, জনবল বৃদ্ধি, নৌ ঘাঁটি স্থাপন, পুরাতন জাহাজ প্রতিস্থাপন ও নতুন জাহাজ সংযোজনসহ বিভিন্ন পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। ২০১৫ সাল নাগাদ চীন হতে দুটি সাবমেরিন ও দুটি করভেট সংযোজনের চুক্তিও স্বাক্ষর করা হয়েছে। ইনশাল্লাহ, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আমরা একটি সমুদ্র ও আধুনিক ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনী গড়ে তুলব যা নিজ জলসীমায় সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম হবে। বিশ্ব শান্তি ও আর্তমানবতার সেবায় আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে।

নৌবাহিনীর পাশাপাশি সেনা ও বিমান বাহিনীর আধুনিকায়নের জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনাও রয়েছে।

সুধিমন্ডলী,

আমরা খুলনা শিপইয়ার্ড এবং নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস নৌবাহিনীর নিকট হস্তান্তর করেছি। ইতোমধ্যে খুলনা শিপইয়ার্ড বিভিন্ন বেসামরিক জাহাজ মেরামত ও নির্মাণের পাশাপাশি আধুনিক যুদ্ধজাহাজ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে এ শিপইয়ার্ডটি খুলনা এলাকার শীর্ষ করদাতা হিসেবে স্বীকৃত। পায়রা বন্দর নির্মাণ কাজে নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ডটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এ ডকইয়ার্ডটিও আগামীতে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আশাকরি।

সুধিবৃন্দ,

স্বাধীনতার পর জাতির পিতা নৌ-পথে পণ্য পরিবহনকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় আমরা নদী মাতৃক বাংলাদেশের নৌ-পথের সর্বোচ্চ ব্যবহারের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ নৌ রুটসমূহ ড্রেজিং করার কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। এ কাজ সম্পন্ন হলে অভ্যন্তরীণ রুটে পণ্য সরবরাহ সহজ ও সাশ্রয়ী হবে। পায়রা বন্দর এবং সোনাদিয়া গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণের মাধ্যমে বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ার বাণিজ্যিক কার্যক্রমের গেটওয়ে হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

পূর্ণাঙ্গভাবে এ বন্দরের কার্যক্রম চালুর লক্ষ্যে আমরা ইতোমধ্যেই ‘পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন ২০১৩' পাশ করেছি এবং এ সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষ গঠন করেছি। এ বন্দরকে একটি পূর্ণাঙ্গ ও আধুনিক সমুদ্র বন্দরে পরিণত করতে সকলকে এগিয়ে আসার আহবান জানাই।

IMO কনভেনশন অনুযায়ী বাংলাদেশে শিপিং এবং মেরিটাইম কালচার গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন বন্দর কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড এবং সরকারি-বেসরকারি নৌ-বাণিজ্য সেক্টরের সমন্বয়ে আমরা একটি শক্তিশালী মেরিটাইম সেক্টর গড়ে তুলতে বদ্ধ পরিকর।

আমরা এখন দেশেই জাহাজ তৈরি করছি। এ সকল জাহাজ জার্মানী, ফিনল্যান্ড, ডেনমার্ক ইত্যাদি দেশে রপ্তানী হচ্ছে। আমাদের জাহাজ নির্মাণ শিল্পের সুনাম দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়ছে।

সুধিমন্ডলী,

আমি আশা করি, দেশের এ তৃতীয় সমুদ্র বন্দর চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরের চাপ অনেকাংশে লাঘব করবে। স্বল্প সময়ের মধ্যে পায়রা বন্দরের কার্যক্রম শুরু করার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই। আশা করি, সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টায় আমরা শীঘ্রই এ বন্দরকে কাঙ্খিত মানে উন্নীত করতে সক্ষম হব।

আমি বাংলাদেশ নৌ বাহিনী ঘাঁটি শের-ই-বাংলা ও পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি। সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।